দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 27 JAN 1988
পৃষ্ঠা ৫ কলাম 3

021

শিক্ষাঙ্গন

রাজধানীর স্কুলে ভর্তি সমস্যা

প্রতি বছর জানুয়ারী মাসে স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা যে কত কঠিন তা অভিভাবক মাত্রই জানেন। যেখানে যাওয়া যায় সেখানেই ঠাঁই নেই ঠাঁই নেই। এই সমস্যা কিছু কর্তৃপক্ষের, কিছু অভিভাবকের এবং কিছু স্থানীয় অধিবাসীদের সৃষ্ট। কিছুটা আলোচনা করলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে বলে মনে হয়। প্রথমতঃ স্কুলের ভর্তির চাপ অধিকাংশ সরকারী এবং বেসরকারী ভালো স্কুলের উপর অধিক। সরকারী স্কুলে বেতন কম। সুযোগ-সুবিধা বেশী। এখানে নাম মাত্র বেতনে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ান যায়। স্বল্প বেতনভুক কর্মজীবী মানুষ স্বস্তি পায়। বেসরকারী স্কুলের বেতনের কোন নির্দিষ্ট হার নেই। ফ্রি স্টাইলে যে যত পারে আদায় করছে। ফলে স্বভাবতই অভিভাবকগণ সরকারী স্কুলের দিকে ছোটেন। এ ছুটাছুটির কারণ অযৌক্তিক নয়।

দ্বিতীয়তঃ প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখা পড়ার জন্য বিনা বেতনে পড়া ও বিনা মূল্যে পাঠ্য পুস্তক সরবরাহ করার ব্যবস্থা রয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে। কিন্তু অভিভাবকগণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি না করে হাই স্কুলে তাদের সন্তানদের ভর্তি করাতে চান। ফলে হাই স্কুলগুলোতে চাপ পড়ে। সেখানে আসন সংখ্যা সীমিত। তৃতীয়তঃ কোন বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী ভাল স্কুলে ভর্তির জন্য ভীড় করে। এক কথায় বলা যায়, ভাল শিক্ষা এবং কম বেতনের জন্য ভর্তি করাতে সবাই স্বাভাবিকভাবে আগ্রহী।

এই সমস্যা সমাধান সহজ সাধ্য নয়। তবু কিছু চিন্তা-ভাবনা করা যায়।

রাতারাতি সকল বেসরকারী বিদ্যালয়গুলোকে জাতীয়করণ করা সম্ভব নয়। কাজেই বেসরকারী পর্যায়ে নতুন স্কুল স্থাপনে সরকার উৎসাহিত করতে পারেন। এতে অধিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হবে। সকল বেসরকারী স্কুলের ফ্রি স্টাইলে যথেচ্ছা বেতন বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করা। এ নিয়ন্ত্রণ পিতা-মাতার অর্থ নৈতিক দুশ্চিন্তা লাঘব করবে।

কিন্তু সবচেয়ে কার্যকর সমাধান হলো স্কুল জোন বা স্কুল অঞ্চল গঠন। এ রীতি আমেরিকায় প্রচলিত আছে বলে শুনেছি। প্রতিটি সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের জন্য এলাকা নির্দিষ্ট করে দেয়া। ঐ এলাকায় অন্য এলাকার ছেলে-মেয়ে ভর্তি করা যাবে না। যদি কোন লোক অন্য কোন এলাকা থেকে আরেক এলাকায় বাসা বদল করে। তবে সে ব্যক্তি ঐ এলাকার স্কুলে তার সন্তানকে পড়াতে পারবেন। এতে স্কুলের উপর চাপ কমবে। স্কুলের আশে-পাশে বসবাসরত অধিবাসীরা তাদের ছেলে-মেয়েদের ভর্তির চিন্তা থেকে মুক্ত হবেন। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, ভাল স্কুলে পড়াতে পারবেন না কেন? এর উত্তরে বলা যায়। ভাল স্কুল তৈরী করতে হবে। স্থানীয় ব্যকিত্রা এলাকার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে সহযোগিতা করলে একটি খারাপ স্কুলকে ভাল করে গড়ে তুলতে অধিক সময় লাগে না। সারা নগরের মধ্যে একটি ভাল স্কুলে সবাই পড়তে পারে না। আসন, শিক্ষক ও অন্যান্য সরঞ্জামের সমস্যা রয়েছে। আজকাল আবার জুনিয়র ও হাই স্কুলের স্বীকৃতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। কারণ গ্রামদেশে খাতা-কলমে স্কুল থাকলেও বাস্তবে স্কুল পাওয়া যায় না বলে সরকার এই নিয়ন্ত্রণ করেছেন সম্ভবত। কিন্তু রাজধানীতে তো এমন হতে পারবে না। কারণ, এখানে চোখের সামনে থাকবে। আমাদের মনে হয়, রাজধানীতে প্রয়োজনের তুলনায় হাই স্কুলের সংখ্যা কম। কাজেই বেসরকারী নতুন নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠাই ভর্তি সমস্যার বড় সমাধান। কিছু দিন আগে রাজধানীর শেরে বাংলানগর অঞ্চলে ভর্তি নিয়ে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে বলে শোনা যায়। সরকারী স্কুলে সীমিত আসন। সেগুলোতে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে ভর্তি করা হয়। সেখানে যে অঞ্চলের ছেলে প্রতিযোগিতায় টিকবে তাকে ভর্তি করা হবে। কিন্তু স্থানীয় কিছুসংখ্যক উচ্ছৃংখল লোক দাবী তুলেছিলো ঐ এলাকার ছেলেদের সেখানে ভর্তি করতে হবে, অন্য এলাকার নয়। এ জন্যেই সরকারের নিকট স্কুল জোন বা স্কুলের এলাকা নির্দিষ্ট করে দেয়ার প্রস্তাব দেয়া হলো। এতে সমস্যার পথ সহজ হবে।

—জোবেদ আলী